বাঁশখালীর সাইরেন

মওদুদ রহমান

বাঁশখালীতে বাংলাদেশের এস আলম গ্রুপ এবং চীনা কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে গিয়ে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং জোরজুলুম অব্যাহত রাখা হয়েছে। চারজন প্রতিবাদী মানুষকে হত্যার পর এলাকায় এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ আরও জোরদার হয়েছে। দমনপীড়ন অব্যাহত রাখতে গিয়ে পুরো অঞ্চলকে অবরুদ্ধ করে বানানো হয়েছে জেলখানা। গত ২৬ মে এই এলাকায় সরেজমিন অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে রচিত এই লেখায় এই চিত্রের পাশাপাশি অবরুদ্ধ জনগণের প্রতিক্রিয়া জানা যাবে।

অবরুদ্ধ কাশ্মীরে বন্দুকের নলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ১০-১২ বছরের শিশুরা লড়াই করে ইটের টুকরা হাতে নিয়ে, ফিলিস্তিনে চারপাশে বের হবার সব পথ বন্ধ করে দিয়ে ট্যাংকবহর নিয়ে ঢুকে পড়া ইসরায়েলি বাহিনীর মুখোমুখি শিশুরা দাঁড়িয়ে থাকে পাথর হাতে নিয়ে, আর পুলিশি অভিযান রুখতে বাঁশখালীর শিশুরা অপেক্ষা করে 'খাণ্ডা' হাতে নিয়ে। পুলিশের গুলি, টিয়ার শেল আর সাউন্ড গ্রেনেডের প্রাথমিক জবাব আসে খাণ্ডা দিয়ে ইটের টুকরা ছোড়ার মাধ্যমে। খাণ্ডা ব্যবহারকারীদের কারোরই বয়স ১২ বছরের বেশি নয়। কিন্তু পুলিশি অত্যাচারের কারণে পুরুষশূন্য হয়ে যাওয়া সময়ে বাঁশখালী প্রতিরোধে এরাই হচ্ছে 'ফ্রন্টলাইন সোলজার'। আর এই অবস্থা চলছে প্রায় ১৫ দিন ধরে।

বাঁশখালী বাজার স্ট্যান্ডে নেমে সিএনজি করে গণ্ডামারার দিকে কিছুদূর যাওয়ার পরই দু'পাশের লবণের ক্ষেত জুড়ে চোখে পড়ে অসংখ্য দখলি খুঁটি। ক্ষেতের কোনায় কোনায় পুঁতে দেওয়া লাল কালি দিয়ে লেখা খুঁটিগুলো স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে জমির মালিকানা আর কৃষকের হাতে নেই, এটি এখন বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী এস আলমের সম্পত্তি। এর কিছু কিনে নেওয়া, কিছু কৌশলে হাতিয়ে নেওয়া আর বাকিটা দখল করা।

ছবি: ক্ষেতে পুঁতে রাখা এস আলমের দখলি খুঁটি

চায়ের দোকানের সামনে টুলে বসে জিরিয়ে নিতে নিতে কথা শুরু করলে ছোটখাটো একটা জটলার মতো তৈরি হয়ে যায়। কয়লাবিদ্যুৎ সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের উপলব্ধি জানতে মিজান ভাই তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বাঁকা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করলে খারাপ কী?' 'আপনাদের তো বিদ্যুৎ নাই, বিদ্যুতের দরকার আছে না?' প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই সবাই একসঙ্গে হইহই করে ওঠে। ইলিয়াস শিকদার জোর কণ্ঠে বলেন, 'দরকার নাই এমন বিদ্যুতের। সরকার যদি আসলেই আমাগোর উন্নয়ন চাইত তাইলে আটকায় রাখছে কিসের জন্যি? আমাগোর লবণগুলি তো ভাইসা গেল তাগোর জন্যিই। তখন কই আছিল আমাগোর উন্নয়ন? আর চাকরির কথা কইতাছেন? আমরা কি বিএ, এমএ পাস নাকি যে অফিসারের চাকরি দিব? আমরা হইলাম ক্ষেতের কামলা। নিজের জমিতে কাম কইরা খাই। বিদ্যুৎকেন্দ্র হইলে বড়জোর সুইপারের কাম মিলতে পারে। হেই কাম হেরাই করুক।'

কথা হচ্ছিল আব্দুল মালেকের সাথে। তিনি বর্গাচাষি। মৌসুমে দুজন মিলে লবণ চাষ করে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন। এ মৌসুমেও লবণ করেছিলেন প্রায় ১২০০ মণ। কিন্তু পুলিশি অবরোধের কারণে সময়মতো বাজারে না নিতে পারায় ১২০০ মণ লবণের পুরোটাই ভেসে গেছে। এখন আশায় আছেন আসছে মৌসুমে চিংড়ি চাষ করে ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার। আব্দুল মালেকের সাথে কথা বলে বোঝা গেল, এ জমিই তাঁদের বিপদে-আপদে একমাত্র সহায়। তাঁদের কাছে এই জমি যে কোনো ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়ে নিরাপদ, এই জমি থেকে বছরপ্রতি প্রাপ্ত রিটার্ন যে কোনো স্কিমের চেয়ে ঢের বেশি। তাহলে এই জমি কেড়ে নিয়ে কয়েক হাজার কৃষককে কর্মহীন করে দিয়ে মাত্র কয়েকশ কর্মসংস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র করার পাঁয়তারা মানুষ মেনে নেবে কেন!

গণ্ডামারা বসতভিটা ও গোরস্তান রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে থাকা লিয়াকত আলীর খোঁজে আমরা হাঁটতে থাকি আরো ভেতরের দিকে। যেতে যেতেই দেখতে পাই ১৫ দিন ধরে অবরুদ্ধ থাকা মানুষের ওপর চলতে থাকা নির্যাতনের ক্ষত। মানুষ ডেকে নিয়ে দেখাতে থাকে বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেওয়া টিনের ঘর, বুটের লাথির চিহ্ন আর বলতে থাকে তাদের ভয়ংকর সব অভিজ্ঞতা। আব্দুল মোনাফের স্ত্রী জানান কিভাবে তাঁর বাড়ির উঠানে সাউন্ড গ্রেনেড চার্জ করা হলো, কী করে ঘরের ভেতর ঘুমাতে থাকা তাঁর বাচ্চা শত রাউন্ড রাবার বুলেট চালানোর পরও অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল, কোন আক্রোশে চলে যাবার সময় গোয়ালে বেঁধে রাখা গরুটাকে গুলি মেরে গেল!

এসব শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে যাই লিয়াকত আলীর কাছে, পুলিশের কাছে যিনি মোস্ট ওয়ান্টেড, যাঁকে না পেয়ে পুলিশ ইতোমধ্যেই ধরে নিয়ে গেছে তাঁর অসুস্থ বৃদ্ধ বাবাকে। এলাকাবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস যে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতার কারণেই মিথ্যা অস্ত্র মামলায় তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। জনগণের ইস্যু নিয়ে চলমান আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে থাকা লিয়াকত আলীর ওপর মানুষের ভরসার ভিত্তিটা কোথায় তা বোঝার চেষ্টা করলাম। জানতে চাইলাম, 'এর শেষটা কোথায়?' তিনি স্পষ্ট জানালেন, এখানকার মানুষ কয়লাবিদ্যুৎ হতে দেবে না, এটাই শেষকথা। তবে এলাকার বিদ্যুৎহীনতার সমাধান কী জানতে চাইলে তিনি দূষণমুক্ত উপায়ের কথা বললেন। বায়ুবিদ্যুৎ, সোলার,

ছবি : গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড আর টিয়ার শেল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঁশখালীবাসীর লড়াই চলছে

জলবিদ্যুতের কথা বললেন। মানুষের সাথে কথা বলে বুঝলাম, বাঁশখালীবাসী হাওয়ার ওপর ভর করে কয়লাবিদ্যুতের বিরোধিতা করছে না। তাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত-বিশ্লেষণ আছে। তারা এটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এলাকার তরুণরা ইন্টারনেট ঘেঁটে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাভ-ক্ষতির হিসাব জেনেছে ও জানিয়েছে। তাই উন্নয়নের ফাঁকা বুলিতে ভুলিয়ে যেনতেন প্রকারে বাঁশখালীতে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র করা যাবে না বলেই মনে হচ্ছে।

গত ৪ এপ্রিল পুলিশ বাহিনীর সাথে মিলে চারজনকে হত্যা করে এস আলম গ্রুপ সকলের মনে ভয় ছড়িয়ে চলমান আন্দোলন ভণ্ডুল করে দেওয়ার যে ফন্দি এঁটেছিল তা নিশ্চিতভাবেই ব্যাকফায়ার করেছে। এলাকার মানুষ এখন আগের চেয়েও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আরো বেশি একতাবদ্ধ। এস আলম গ্রুপের কালো টাকার বিষে নীল হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবী আর এলাকার কিছু চিহ্নিত মানুষ। কিন্তু জীবন-জীবিকা বাঁচাতে এক হয়ে যাওয়া মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরানো যায়নি। তাইতো বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি ঘুরিয়ে আনার নামে প্রমোদ ভ্রমণের আয়োজন করে আর সকলের হাতে দুই হাজার করে টাকা ধরিয়ে দিয়েও কোনো কাজ হয়নি। বরং ঐ বিদ্যুৎকেন্দ্র দেখে এলাকায় ফিরে এসে তারা আরো জোরেশোরে কয়লাবিদ্যুৎবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। সবাইকে জানাচ্ছে বড়পুকুরিয়া এলাকার প্রকৃত অবস্থা।

কথা বলছিলাম বড়পুকুরিয়া সফরে থাকা আকতার হোসেনের সাথে। জানতে চেয়েছিলাম তাঁর অভিজ্ঞতা। তিনি জানালেন, যাত্রার মুহূর্ত থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত তিন দিনের আয়োজনে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকায় তাঁদের রাখা হয়েছে মাত্র ৪০ মিনিট। এরপর তিনিই আমাকে পালটা প্রশ্ন করেন, 'এই সময়ের মধ্যে কারো পক্ষে কী করে বোঝা সম্ভব?' তার পরও কী দেখলেন, কী বুঝলেন জানতে চাইলে বললেন, "যেটা মনে হইছে যে কয়লাবিদ্যুতের কারণে ঐ এলাকায় খুব গরম। আলগা তাপ গায়ে লাগে। আমাগোরে তারা আশেপাশের গাছপালা দেখাইয়া কইছে, 'দেখো, এইখানে ফুল হয়, ফল হয়, ফসল হয়।' কিন্তু এইডা তো কোনো কথা না। কয়লা কেন্দ্র হইলেই যে ফল-ফসল একবারে সাথে সাথে নাই হইয়া যাইব– এই কথা তো আমরা কই নাই।" সফরে থাকা আরেকজন জানালেন, যখন তাঁরা আশপাশের মানুষের সাথে কথা বলতে চাইছিলেন তখন

ছবি : রাবার বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া টিনের দেয়ালের একাংশ

ছবি: গণ্ডামারা যাওয়ার পথে শিলকুপ টাইম বাজারে স্থাপিত পুলিশ চেকপোস্ট

তাঁদের বলা হয়েছে, 'সময় নাই।' অথচ এরপর স্বর্ণপুরী পার্কে নিয়ে তাঁদের বসিয়ে রাখা হয়েছে তিন ঘণ্টা।

গণ্ডামারা এলাকায় এখন যেন এস আলমের রাজত্ব চলছে। কয়লাবিদ্যুৎ করতে না দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে উচ্চকিত গণ্ডামারার মানুষের মনে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়ার সব রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। বাঁশখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বসানো হয়েছে প্রায় ১৫০০ পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প। গণ্ডামারা থেকে বের হওয়ার অন্তত আটটি পয়েন্টে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট। কয়লাবিদ্যুতের বিপক্ষের কাউকে পেলে এখানে কারো নিস্তার নাই। অজ্ঞাত আসামির নামে সাজিয়ে রাখা মামলায় আটক দেখিয়ে সাথে সাথে আটক করা হচ্ছে। আর ঠিক এ কারণেই সাইক্লোনের আগেই তৈরি হয়ে যাওয়া লবণ বিক্রি করা যায়নি। এমনকি মাটিতে গর্ত করে লবণ চাপা দিয়ে রাখার আয়োজনটুকু পর্যন্ত পণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গলে গেছে কয়েক কোটি টাকার লবণ। রক্ত পানি করা শ্রমে তৈরি লবণ সময়মতো হাটে পৌঁছাতে না পারায় আব্দুল মান্নান আর করিম শেখদের মতো ভূমিহীন কৃষকের এখন মাথায় হাত। কয়লা প্রকল্পে যদি কোনো ক্ষতি না-ই হয়, তাহলে প্রথমে টেক্সটাইল মিলের গল্প ফেঁদে লুকোছাপা করা হলো কেন? এস আলম যদি নিয়ম মেনেই সব কিছু করে তাহলে এমন পুলিশি নির্যাতন কেন? প্রশাসন যদি এস আলমের দলে না-ই ভিড়ে থাকে তাহলে ঘূর্ণিঝড় আঘাতের দিনে গণ্ডামারা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটতে থাকা মানুষকে পুলিশ দিয়ে আটকে দেওয়া হলো কেন? আর গণমাধ্যম যদি এস আলমের কাছে বিক্রি না-ই হয়ে থাকে তাহলে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির কোনো সংবাদ নেই কেন? বাঁশখালীবাসীর তোলা এই প্রতিটি প্রশ্ন নিয়ে ভাবার সময় হয়েছে। প্রান্তে চলতে থাকা অনাচারের দিকে না তাকিয়ে কেন্দ্রে বসে নিজেকে নিরাপদ মনে করার কোনো কারণ নেই। যে উন্নয়নের আগুনে বাঁশখালী পুড়ছে, সেই আগুন যে কখনো আমার-আপনার ঘরে লাগবে না– এমন ভাবনার কোনো ভরসা নেই।

ফিরে আসার পথে বাঁধের ওপরের রাস্তায় দেখা হয় গরু চরিয়ে নিয়ে আসতে থাকা হালিমার সাথে। কথায় কথায় জানলাম সেই ঝড়ের দিনে গরুগুলো নিয়ে তাঁর লড়াইয়ের কথা, অন্য কোথাও যেতে না পেরে বাঁধের ওপর আশ্রয় নেওয়ার কথা। 'সেই দিন এক পারে ছিল ৭ নাম্বার, আরেক পারে ছিল ১০ নাম্বার। ৭ নাম্বার তো কাটায়ে উঠিছি, কিন্তু ১০ নাম্বার কবে কাটব জানি না।' বাঁশখালীর মানুষের ওপর কোম্পানি আর সরকার মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া দানবের ক্ষমতা প্রদর্শনের নোংরামি বর্ণনায় সাগরপারের নারীর এই সাহসী উচ্চারণ একেবারেই যথার্থ। 'রোয়ানু' সতর্কতায় জারি করা ৭ নম্বর বিপদসংকেতের পতাকা অনেক আগেই নেমে গেছে, কিন্তু উন্নয়নের নামে করতে যাওয়া অনাচার রুখে দাঁড়ানো বাঁশখালীর মানুষের ওপর রাষ্ট্রের আরোপিত 'শনি'র পতাকা এখনো উড়ছে। বিপদের সাইরেন এখনো বাজছে। বাঁশখালী ঘিরে কয়েক হাজার পুলিশের উপস্থিতি যদি শক্তি প্রদর্শনের মহড়া হয় তাহলে জীবন-জীবিকা বাঁচাতে লড়াকু মানুষের বাড়তে থাকা ক্ষোভ নিশ্চিতভাবেই দ্রোহের আগ্নেয়গিরি। সরকার যত তাড়াতাড়ি এর আঁচটা উপলব্ধি করবে ততই মঙ্গল।

উন্নয়নের চেতনানাশকে আমরা যখন সবাই আক্রান্ত, একের পর এক লুটপাটের রেকর্ড ভাঙার খবর পেতে পেতে আমরা যখন ক্লান্ত, তখন কোনো এক উপলক্ষে কখনো ফুলবাড়ী আবার কখনো বাঁশখালীর মতো প্রত্যন্ত জনপদের মানুষ অনিয়মের ধারা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, জিদ করে বলে বসে, 'না।' মাটির কাছাকাছি থাকা এই 'না' বলতে পারা মানুষগুলোই বর্তমান সময়ে আমাদের একমাত্র আশার ভেলা। আর এই ভেলা ভাসিয়ে রাখার দায় আমাদের সকলের।

২৬ মে সরেজমিন অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে লেখাটি তৈরি করা হয়েছে। ফিরে আসার পরও লেখক স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন। সর্বশেষ অবস্থা জানতে মোবাইলে স্থানীয় একজনের সাথে কথা হয় গত ৫ জুলাই। লেখার এই অংশে শেষ পর্যন্ত প্রাপ্ত আপডেটগুলো তুলে ধরা হলো:

বাঁশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্র ক্ষমতার জোরে করে ফেলার আরেক নমুনা দেখা গেল গত ১৮ জুন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। অথচ এই ছাড়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি, নেওয়া হয়নি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ মতামত। সেই সাথে জনমত যাচাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় কাজটিও উপেক্ষিত থেকে গেছে। অপরদিকে বাঁশখালী উপজেলার সব ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। স্থানীয়দের ধারণা, বিদ্যুৎকেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা লিয়াকত আলীর নিশ্চিত জয় ঠেকাতেই এ কাজ করা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ফোনালাপে একজন জানান যে, এলাকায় কোম্পানি আর পুলিশের ত্রাসের রাজত্ব এখনো জারি আছে। প্রায় প্রতিদিনই ১০ থেকে ১২ জনের সন্ত্রাসী দল অস্ত্রসহ মহড়া দেয়। আর পুলিশ চেকপোস্টগুলো থেকে গ্রেপ্তার ছাড়াও ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটছে বলে জানা যায়। অপরদিকে স্থানীয় জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সকল আয়োজন বন্ধের দাবিতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ব্যানারে রাজনৈতিক দলগুলোর রাজপথের আন্দোলন চলছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং এস আলম গ্রুপের পরিচালকের প্রতি এক খোলা চিঠিতে চলতে থাকা নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ করে হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছে। সেই সাথে বাঁশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্র অবিলম্বে বাতিল করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

আলোকচিত্র কৃতজ্ঞতা : মিজানুর রহমান

মওদুদুর রহমান: প্রকৌশলী
ইমেইল: mowdudur@gmail.com